জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০১৭ উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ, ঢাকা, বুধবার, ৪ শ্রাবণ ১৪২৪, ১৯ জুলাই ২০১৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

মৎস্যজীবী-মৎস্যচাষী ভাই ও বোনেরা,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম,

'জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০১৭' এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। দেশের সকল মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী, মৎস্যখাতের উদ্যোক্তাসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের এবারের প্রতিপাদ্য ''মাছ চাষে গড়বো দেশ, বদলে দেব বাংলাদেশ'' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

শুরুতেই আমি স্মরণ করছি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি, জাতীয় চার নেতাসহ ৩০ লাখ শহীদ ও ২ লাখ সম্ভ্রম হারানো মা-বোনকে।

স্বাধীনতার পর জাতির পিতা ১৯৭৩ সালে গণভবনের লেকে আনুষ্ঠানিকভাবে মাছের পোনা ছেড়ে মৎস্য সপ্তাহ উদযাপনের শুভ সূচনা করেন। তিনি পাট, চা, চামড়ার সাথে মাছকেও বাংলাদেশের রপ্তানিপণ্য হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন। মৎস্যসম্পদ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের দ্বিতীয় প্রধান খাত হবে বলে জাতির পিতা আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন।

আজ দেশের ১ কোটি ৮২ লাখ মানুষের জীবন-জীবিকা মৎস্য সম্পদের সাথে সম্পর্কিত। জিডিপিতে মৎস্যসম্পদের অবদান প্রায় ৪ শতাংশ। প্রাণিজ আমিষের ৬০ ভাগ যোগান দেয় মৎস্য খাত। জাতির পিতার সেই আশাবাদ এখন বাস্তবে পরিণত হতে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের মোট আয়তনের এক তৃতীয়াংশ পানিসম্পদ। স্বাদুপানির আয়তনের দিক থেকে বিশ্বে বাংলাদেশের স্থান দশম। আবহমান কাল থেকেই আমাদের পরিচিতি 'মাছে-ভাতে বাঙালি' হিসেবে। শত শত নদ-নদী, হাওর-বাঁওড় ও খাল-বিল ছাড়াও আমাদের দেশে রয়েছে বর্ষা মৌসুমের বিশাল প্লাবনভূমি - যা স্বাদু পানির মাছের প্রধান প্রজনন ও বিচরণক্ষেত্র।

এছাড়াও রয়েছে বিশাল সমুদ্র। এই সমুদ্রে আরও যোগ হয়েছে মিয়ানমার ও ভারতের থেকে আইনী লড়াইয়ে অর্জিত গভীর সমুদ্রের ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার এলাকা। স্বাদু পানি এবং বিশাল এই সমুদ্র এলাকা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তথা মৎস্য আহরণ, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমাদের কৃষিজ আয়ের ২৪.৪১ ভাগ আসে মৎস খাত থেকে এবং জিডিপিতে এ খাতের অবদান প্রায় ৩.৬১ ভাগ। তাছাড়া মাছ প্রাণিজ আমিষের ৬০ ভাগ যোগান দেয় ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে এ খাতের বিশেষ অবদান উল্লেখযোগ্য।

সুধিমন্ডলী,

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যখনই সরকার গঠন করেছে তখনই দেশের মৎস্য সম্পদ রক্ষা ও উৎপাদন বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে।

আমরাই দেশে প্রথমবারের মত 'জাতীয় মৎস্য নীতি-১৯৯৮' প্রণয়ন করি। সেসময় পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, জলমহালে সমাজভিত্তিক মাছচাষ ব্যবস্থাপনা, মাছের আবাসস্থল উন্নয়ন, প্লাবনভূমিতে মৎস্য চাষ ও অভয়াশ্রম স্থাপনসহ অবকাঠামো উন্নয়নে ১০৭ কোটি টাকার ২৬টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করি।

চট্টগ্রামে পাহাড়ি জলাশয়সহ সারাদেশে মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। আমরা ৭৯৯টি জলমহাল মৎস্য অধিদপ্তরের কাছে হস্তান্তর করি। মৎস্যচাষী, মৎস্যজীবী ও উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ দেই। ভূমিহীন, বেকার ও প্রান্তিক মৎস্যজীবী ও মৎস্যচাষীদেরকে সহজ শর্তে ঋণ দেই।

মৎস্য উৎপাদন ও মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি সরূপ ১৯৯৭ সালে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা মৎস্য অধিদপ্তরকে সম্মানজনক 'এডওয়ার্ড সওমা' পুরস্কারে ভূষিত করে।

আমরা সরকার গঠনের পর জনগোষ্ঠীর পুষ্টি সমস্যা নিরসন, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে এ খাতের গুরুত্ব উপলব্ধি করে দেশের মৎস্যসম্পদ রক্ষা ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করি, যা আমি উল্লেখ করছি।

- বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়সমূহে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণসহ বিভিন্ন প্রজাতির মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মুক্ত জলাশয়ে পোনা মাছ অবমুক্তি।
- জলমহালে সমাজভিত্তিক মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা, মৎস্য আবাসস্থল উন্নয়ন, প্লাবনভূমিতে মৎস্যচাষ ও অভয়াশ্রম স্থাপনসহ বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণের ব্যবস্থা করি।
- অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, গুণগত মানসম্পন্ন মাছের পোনা উৎপাদনের জন্যও আমরা যুগোপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ।
- জলমহালগুলোতে প্রকৃত জেলেদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য নতুন জলমহাল নীতিমালা, মাছ চাষিদের মাঝে মানসম্পন্ন রেণু সরবরাহ নিশ্চিতের জন্য মৎস্য হ্যাচারি আইন ও মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, গুণগতমানের মৎস্য খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিতের জন্য মৎস্য খাদ্য খাদ্য ও পশুখাদ্য আইন এবং মৎস্য খাদ্য বিধিমালা প্রণয়ন করি।
- দেশি-বিদেশি ভোক্তাদের মানসম্পন্ন চিংড়ি সরবরাহ নিশ্চিতের লক্ষ্যে জাতীয় চিংড়ি নীতিমালা প্রণয়ন করি। এ সকল আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য ছিল মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও ভোক্তা সাধারণের জন্য মানসম্পন্ন নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা।
- উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা ও সম্প্রসারণ এবং প্লাবনভূমিতে মৎস্যচাষ ও অভয়াশ্রম স্থাপনসহ বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করি।
- মা ইলিশ রক্ষা ও জাটকা নিধন রোধে আমরা কার্যকর কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি। ২০০৯ থেকে এ পর্যন্ত জেলেদের সহায়তা কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ১ লক্ষ ৯৬ হাজার ৫৬৯ মেট্রিক টন যা ২০০১ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত ছিল মাত্র ৬ হাজার ৯০৬ মেট্রিক টন। এরফলে ইলিশ উৎপাদন প্রায় ১ লক্ষ মেট্রিক টন বৃদ্ধি পেয়ে ৩ লক্ষ ৮৭ হাজার মেট্রিক টনে দাঁড়িয়েছে।

এ ধরণের বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা মাছের উৎপাদন ও আহরণ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছি। ফলে আয়নের দিক থেকে ছোট হয়েও অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মৎস্য আহরণে বাংলাদেশ ৪র্থ স্থান অধিকার করার গৌরব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

সুধিমন্ডলী,

২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর আমরা মৎস্যসম্পদের উন্নয়নকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করি।

এ ধরনের বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে গত সাড়ে ৭ বছরে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৩৬ লক্ষ ৮৪ হাজার মেট্রিক টন মাছ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে যা ইতোপূর্বে ছিল ৯ লক্ষ ৭৪ হাজার মেট্রিক টন।

২০০৯ থেকে এ পর্যন্ত মৎস্য সেক্টরে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রায় ৪১ লক্ষ লোকের বাড়তি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। মৎস্যচাষী ও মৎস্যজীবীদের আয় ৩০ ভাগেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমরা মাছে ফরমালিনের অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছি। চিংড়ি এবং মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বাস্তবধর্মী ও সময়োপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা সাভার, চট্টগ্রাম ও খুলনায় ৩টি সর্বাধুনিক মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাব স্থাপন করেছি। চাষীদের রোগমুক্ত চিংড়ি পোনা সরবরাহের জন্য কক্সবাজার, সাতক্ষীরা ও খুলনায় ৩টি পিসিআর ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কক্সবাজারে আরও ১টি ল্যাব প্রতিষ্ঠার কাজ চলছে।

সুধিবৃন্দ,

আমরা আমাদের নির্বাচনী ইশতেহারে ''কেবল পরিমাণগত নয়, প্রতিটি মানুষের পুষ্টিমানসম্মত সুষম খাদ্য প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা হবে'' মর্মে অঙ্গীকার করেছিলাম। এ অঙ্গীকার পালনে ইতোমধ্যে আমরা অনেকদূর এগিয়েছি। ফসল উৎপাদনে

আমরা সয়ম্ভরতা অর্জন করেছি। প্রাণিজ আমিষের উৎস হিসেবে মৎস্য উৎপাদনেও আমাদের উল্লেখযোগ্য অর্জন সাধিত হয়েছে।

২০১৫-১৬ সালে আমরা ৩৮ লক্ষ ৭৮ হাজার মেট্রিক টন মৎস্য উৎপাদনে সক্ষম হয়েছি। ২০১৬-১৭ সালে অনুমিত মৎস্য উৎপাদন ৪০ লক্ষ ৫০ হাজার মেট্রিক টন অর্জিত হবে বলে আমরা আশা করি, যা আমাদের বর্তমান মৎস্য চাহিদার প্রায় সমান।

বঙ্গোপসাগরে অর্জিত বিশাল জলসীমার সমস্ত মৎস্যসম্পদ এখন আমাদের। এই মৎস্যসম্পদ জরিপ ও আহরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই ক্রয় করা হয়েছে 'আর ভি মীন সন্ধানী' নামে একটি আধুনিক গবেষণা ও জরিপ জাহাজ।

আমরাই প্রথমবারের মত জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদানের কাজ শুরু করি যা এখন সফল সমাপ্তির পথে। এ পর্যন্ত ১৬ লক্ষ ২০ হাজার জেলেকে নিবন্ধনকরণ এবং ১৪ লক্ষ ২০ হাজার ১২৫ জন জেলেকে পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়েছে। ফলে তাদের জন্য প্রদত্ত সরকারের বিভিন্ন সহায়তা ও প্রণোদনা প্রকৃত জেলেদের হাতে পৌঁছে দেওয়া সহজতর হবে।

প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য ও বনাঞ্চল রক্ষা, পানি সম্পদের উন্নয়ন ও নদীতে নাব্যতা রক্ষার জন্য আমরা ইতোমধ্যে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। ক্যাপিটাল ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে মধুমতি, গড়াই, যমুনা, বুড়িগঙ্গা, কুশিয়ারা প্রভৃতি নদীতে নাব্যতা পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। মধুমতি ও গড়াই নদী খননের ফলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে পানির প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। লবনাক্ততা হ্রাস পেয়েছে। রক্ষা পাচ্ছে সুন্দরবনসহ আশেপাশের জীববৈচিত্র্য।

মৎস্য খাতে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ,

আপনাদের আন্তরিক কর্ম প্রচেষ্টায় আমরা সফলতার সাথে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে যাচ্ছি। দেশের মৎস্যখাতের প্রতিটি সদস্য এ উন্নয়ন অগ্রযাত্রার অংশীদার। এজন্য আমি এখাতের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারিসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

গত ৩২ বছরের ইতিহাসে আমরাই প্রথম মৎস্য সেক্টরের জনবল সংকট নিরসনের কাজে হাত দেই। প্রস্তাবিত 'অর্গানোগ্রাম' অনুমোদন করে ৯২৬টি নতুন পদ সৃষ্টি করি। মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের পদটি গ্রেড-১ এ উন্নীত করি। ২০০০ সালে আমরাই এন্ট্রি লেভেলে পদোন্নতির সুযোগ সৃষ্টি করে আপনাদের দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত হতাশা দূর করেছিলাম।

আমি আশা করি, বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতির সংরক্ষণ, প্রজনন ও বংশ বিস্তারের জন্য মুক্ত জলাশয়ে অভয়াশ্রম স্থাপন ও এর সংরক্ষণে দেশের মৎস্য খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলে আরও তৎপর হবেন। মৎস্য সম্পদের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে আমাদের সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ।

মৎস্য উৎপাদন ও মৎস্য খাতের টেকসই উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য যাঁরা পুরস্কার পাচ্ছেন তাঁদেরকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আশা করি, আপনাদের দেখে অন্যরাও মৎস্য উৎপাদন ও মৎস্য খাতের টেকসই উন্নয়নে অবদান রাখতে উৎসাহিত হবেন।

এ দেশ আমাদের সকলের। আসুন, সকলে মিলে দেশের উন্নয়নে একতাবদ্ধ হই। সমাজ থেকে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিষদাঁত উপড়ে ফেলে বাংলাদেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করি।

সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০১৭ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...